পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহে পরিবেশসম্মত ভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

Ecologically based Rodent Management Training at CHTs Project

ভূমিকা

ইঁদুর মানুষের চিরশত্রু । ইঁদুর মানুষের(গ্রামাপরিবারের) তিনভাবে ক্ষতি করে থাকে । প্রথমতঃ মাঠের কৃষি শস্য খেয়ে ও কেটে; দ্বিতীয়তঃ গুদামজাত খাদ্যশস্য খেয়ে, নষ্ট ও কলুষিত করে; তৃতীয়তঃ মানুষসহ পশুপাখির মারাত্মক রোগজীবাণু বহন ও বিস্তার ঘটিয়ে । ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক, ক্ষতিকর, নিশাচর মেরুদন্ডী প্রাণী । সারা পৃথিবীতে ২৭০০টির অধিক ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর প্রজাতী আছে । বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১১টি প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে । ইঁদুর যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে খুব দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে । ১ জোড়া ইঁদুর বছরে ৩০০০ টি ইঁদুর জন্ম দিতে পারে । ১৯৬৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ইঁদুর সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৩৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য নষ্ট করে । যাহা খেয়ে অন্তত ২৫-৩০ টি গরীব দেশের মানুষ অনায়াসে বাঁচতে পারে । আমাদের গবেষণা এলাকায়, ইঁদুর দ্বারা মাঠে ধান ফসলের ক্ষতির পরিমান কৃষকের মতে শতকরা ৮-১২ ভাগ এবং গবেষকদের মতে শতকরা ৪-৬ ভাগ । গুদামে রক্ষিত ধানের ক্ষতির পরিমাণ কৃষকদের মতে শতকরা ৭-১০ ভাগ । ইঁদুর তার মুখের লালা, প্রসাব পায়খানা ও পশম দ্বারা বিভিন্ন রোগজীবাণু (যেমন প্লেগ, লেপ্টোস্পাইরোসিস, সালমোনিলিওসিস ইত্যাদি) ছড়ায় । এ সমস্ত রোগজীবানু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হলে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে পারে । সম্প্রতি চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা সমূহে ইঁদুরের ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিয়েছে । জুম ও অন্যান্য ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে । উক্ত এলাকায় খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে । ইঁদুরের সমস্যা সমাধানে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে । এটা ঠিক যে, ইঁদুরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে না তবে, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রয়োগ/ ব্যবহারের মাধ্যমে এদের সংখ্যা অন্ততঃ কমিয়ে মূল্যবান ফসল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রক্ষা করে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে যাহাতে প্রকল্প এলাকা সহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় ।

ইঁদুরের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি

গবেষকদল কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইঁদুরের যে সকল প্রজাতি সনাক্ত করেছেন সেই সকল ইঁদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এতদসঙ্গে আলোচনা করা হলোঃ

মাঠের বড় কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota indica*)

এই ইঁদুর আকারে বড় এবং হিংস্র । ওজন প্রায় ৫০০-১০০০ গ্রাম হয় । ইঁদুরের রং কালচে ধুসর বা তামাটে বর্ণের । মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো । লেজ বেশ মোটা, লেজের রিং গুলো স্পষ্ট, পিছনের পা বড়, চওড়া ও পায়ের পাতার নিচের দিকে কালো । এরা সাতারে পটু, গর্তে বাস করে, গর্ত ৮-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় । এরা ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৮-১০টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে । এদের গর্ভধারণ কাল ২১-২৫ দিন, ১৮-২২ দিনে এদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে এবং বাচ্চারা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে । স্তন সাধারণত ৬ জোড়া । বাচ্চাদের বয়স ৩ মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে । এরা সাধারণত মাঠে ধান ফসলের বেশী ক্ষতি করে ।

মাঠের কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota bengalensis*)

এই ইঁদুরগুলো কালচে ধুসর কিংবা তামাটে বর্ণের । মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো । এরা সাতারে পটু এবং গভীর পানির ধানের ব্যপক ক্ষতি করে । গর্ত তৈরী করে বসবাস করে । গর্ত ৮-১০ মিটার লম্বা এবং ৭০ সেঃমিঃ পর্যন্ত গভীর করতে পারে । ধানের কুশি কেটে এবং শীষ বহন করে গর্তের সংরক্ষন কক্ষে সরবরাহ করে ।তারা মাঠফসলের শতকরা ২.৫-১২ ভাগ ক্ষতি করে । স্ত্রী ইঁদুরে সাধারণতঃ ৭-৯ জোড়া স্তন থাকে কিন্তু ভারতে ১৪-১৭ জোড়া পর্যন্ত দেখা যায় । গর্ভধারন কাল ২১-২২ দিন । এরা সারাবছরই বাচ্চা জন্ম দিতে পারে, তবে বছরে ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৬-১০ টি করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে । বাচ্চার ১৪-১৮ দিনে চোখ ফোটে, ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে এবং তিন সপ্তাহ পর থেকে শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে । তাদের বয়স তিন মাস পূর্ণ হলে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে ।

বাঁশের ইঁদুর ঃ (*Cannomys badius*)

বাংলাদেশে শুধু মাত্র একটিই বাঁশের ইঁদুরের প্রজাতি দেখা যায় যেটা তামাটে বাঁশের ইঁদুর নামে পরিচিত । আকারে মাঠের বড় কালো ইঁদুরের মত তবে দেহের অংশ সাধারণত একই গঠনের, প্রসস্ত মাথা, খাটো পা, সামনের এবং পিছনের পায়ে শক্তিশালী নখর আছে । বিরাট ছেদন দাঁত এবং চোখ, কান ও লেজ দেহের তুলনায় ছোট । সারা শরীরে লালচে বাদামী পশম দ্বারা আবৃত । তবে লেজের পশম তুলনামূলকভাবে বিক্ষিপ্ত ও কম । বাচ্চার সংখ্যা ৩-৫টি, গর্ভধারণকাল কমপক্ষে ২২ দিন, জন্মের প্রায় ১০-১৩ দিন পর পশম গজায় এবং চোখ খুলে ২৪ দিনে । জন্মের ১-৩ মাস পর মাকে ছেড়ে যায় । সাধারণত ৪ জোড়া স্তন থাকে । প্রায় ৪ বছর বাচে । এরা গর্তেই বাস করে এবং সন্ধার প্রারম্ভে বাহির হয়ে বাঁশের ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে । সেখানে প্রধান খাদ্য হিসাবে বাঁশের কন্দ, ফুল এবং ডগা খায় । এছাড়া পতিত ফল এবং মাঝে মাঝে তরমুজের নীচের অংশও খেয়ে থাকে । অন্যদিকে এরা ধান গাছ আক্রমন করে তুলে গর্তে নিয়ে যায় । এমনকি অল্প বয়স্ক রাবার সহ রোপনকৃত বৃক্ষের ক্ষতি করে থাকে ।

গেছো ইঁদুর ঃ (*Rattus rattus*)

গেছো ইঁদুর সাধারণতঃ মাঝারী ধরনের, লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে । শরীরের নীচের দিকটা সাদাটে বা হালকা হলুদ বর্ণের । এদের পশম নরম এবং পিছনের দিকে কিছু কিছু পশম অন্যান্য পশমের চেয়ে লম্বা । মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ লম্বা । লেজের সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এক গাছ থেকে অন্যগাছে সহজেই চলাচল করতে পারে । এই জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ঘরে রাখা খাদ্য শস্য, ফলমূল, তরি তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে । এরা মাটিতে গর্ত না করে ঘরের মাচায় বা গুপ্ত স্থানে গাছে বাসা তৈরী করে বংশ বৃদ্ধি করে । এদেরকে সাধারণতঃ মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উঁচু এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায় । এরা সারাবছরই বাচ্চা দিতে পারে । তবে এরা সাধারনতঃ বছরে ৭/৮ বার ও প্রতিবারে ৩-৬টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে । এদের গর্ভধারকাল ১৮-২১ দিন ।

UNDP Bangladesh

United Nations Development Programme
Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF)

Australian Government AusAID

Implemented by : AID-COMILLA

Referance : ACIAR, Australia, Dr. Ken P.Aplin, Dr. Peter R. Brown, Dr. Jens Jacob, Dr. Charles J. Krebs & Dr. Grant R. Singleton

Krishi Katha Published by : Depertment of Agriculture Extension, Bangladesh

Rodent Research Team in Bangladesh : Dr. Steven R Belmain, NRI, University of Greenwich, UK, Dr. Nazira Q Kamal, Dr. Santosh Kumer Sarker, Mohammad Harun, Md. Nazmul Islam Kadry, Abul Kalam Azad, Rokeya Begum Shafali of AID-COMILLA